পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ

কারিগরি বিভাগ

কোর্ট কম্পাউন্ড, পূর্ব বর্ধমান , পিন- ৭১৩১০১

(তৃতীয় দফা দরপত্র ডাকার নোটিশ)

স্মারক সংখ্যা:- পি.ই/২১০৪ তারিখ- ১২/১২/২০২৪

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাচ্ছে যে, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদের পরিচালনাধীন নিম্নলিখিত ফেরিঘাটগুলি পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ কার্যালয়ে জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে ১ লা জানুয়ারী ২০২৫ থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত ফেরিঘাট ইজারা বিলির জন্য আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

উক্ত ফেরিঘাট ইজারা নিতে ইচ্ছুক কো অপারেটিভ সোসাইটি /পার্টনারশিপ ফার্ম /স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী (কো অপারেটিভ সোসাইটি /পার্টনারশিপ ফার্ম বলতে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার ম্যানুয়েল ১৯৯১ এর ২৬৬ ধারা অনুযায়ী গঠিত কো- অপারেটিভ সোসাইটি /পার্টনারশিপ ফার্ম বোঝাবে) এবং ব্যক্তি বিশেষকেও লীজে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। উক্ত লীজে উল্লিখিত সময়ে ও স্থানে নিজ নিজ আবেদনপত্র সাদা কাগজে অথবা নিজস্ব প্যাডে লিখে জিলা পরিষদের নির্ধারিত বক্সে জমা দিবেন।

যে সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত কো অপারেটিভ সোসাইটি /পার্টনারশিপ ফার্ম থাকবে না সেক্ষেত্রে সর্বসাধারন ডাকে অংশগ্রহণ করতে পরিবেন।

ইচ্ছুক ব্যক্তিগনকে দরপত্র জমা দিবার পূর্বে ঘাটের অবস্থান, নদীর প্রকৃতি, উভয় দিকের রাস্তা ইত্যাদির বিষয়ে সম্যক বিবেচনা করিয়া দরপত্র জমা দিতে হইবে। পরে এই বিষয়ে কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না

প্রকাশ থাকে যে , নিম্নলিখিত পরিমান অর্থ আমানত বাবদ অগ্রিম জমা কার্যকাল মেয়াদ পর্যন্ত রাখতে হবে। যারা আমানত বাবদ অগ্রিম জমা টাকা আবেদন পত্রের সঙ্গে জমা করবেন কেবলমাত্র তারাই ওপেন বিড-এ অংশ নিতে পারবেন। আমানত বাবদ অগ্রিম জমার অর্থ নগদে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট এর মাধ্যমে জিলা বাস্তুকার, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ এর অনুকূলে, বর্ধমান শহরের কোন সিডিউল ব্যাঙ্কের উপর প্রদেয় দিতে হইবে। (Earnest money through Bank draft will be in favour of "District Engineer, Purba Bardhaman Zilla Parishad, Burdwan, Payable at Burdwan")

Sl No	Name of Ferryghat	Block	GP	ন্যূনতম বাৎসরিক দর (টাকা)	আমানত বাবদ অগ্রিম জমা (টাকা)	লীজের মেয়াদ কাল
1	Edrakpur-Chupi (Sub ferry)	Purbasthali-I	Jaharnagar	৩০,৫০০/-	৬,৫০০/-	তিন বৎসর
2	Begunkola	Ketugram-II	Nabagram	১০,০০০/-	২,০০০/-	

১. আবেদন পত্র জমা দেবার তারিখ/ সময় :- ১৬/১২/২০২৪ থেকে ২৬/১২/২০২৪ বেলা ১১.০০ টা থেকে ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। (ছুটির দিন বাদে)

২. আবেদন পত্র খোলার তারিখ /সময়/স্থান:- ২৭/১২/২০২৪ বেলা ১২.০০ ঘটিকা, জিলা বাস্তুকার, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ মহাশয়ের কক্ষ।

যে সমস্ত নিয়মে/শর্তাবলীতে নিলাম ডাকা হইবে তা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল:-

১. ফেরিঘাট ইজারা নিতে ইচ্ছুক কো অপারেটিভ সোসাইটি /পার্টনারশিপ ফার্ম /স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী (কো অপারেটিভ সোসাইটি /পার্টনারশিপ ফার্ম বলতে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার ম্যানুয়েল ১৯৯১ এর ২৬৬ ধারা অনুযায়ী গঠিত কো-অপারেটিভ সোসাইটি /পার্টনারশিপ ফার্ম বোঝাবে) এবং ব্যক্তি বিশেষকেও লীজে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। উক্ত লীজে উল্লিখিত সময়ে ও স্থানে নিজ নিজ আবেদনপত্র সাদা কাগজে অথবা নিজস্ব প্যাডে লিখে জিলা পরিষদের নির্ধারিত বক্সে জমা দিবেন।

২. যে সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত কো অপারেটিভ সোসাইটি /পার্টনারশিপ ফার্ম থাকবে না সেক্ষেত্রে সর্বসাধারন ডাকে অংশগ্রহণ করতে পরিবেন।

৩. ইচ্ছুক ব্যক্তিগনকে দরপত্র জমা দিবার পূর্বে ঘাটের অবস্থান, নদীর প্রকৃতি, উভয় দিকের রাস্তা ইত্যাদির বিষয়ে সম্যক বিবেচনা করিয়া দরপত্র জমা দিতে হইবে। পরে এই বিষয়ে কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

৪. প্রকাশ থাকে যে, উপরিলিখিত পরিমান অর্থ আমানত বাবদ অগ্রিম জমা কার্যকাল মেয়াদ পর্যন্ত রাখতে হবে। যারা আমানত বাবদ অগ্রিম জমা টাকা আবেদন পত্রের সঙ্গে জমা করবেন কেবলমাত্র তারাই ওপেন বিড-এ অংশ নিতে পারবেন। বায়নার টাকা নগদে জমা করতে পারবেন।

৫. পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ পরিচালনাধীন উল্লিখিত সকল ফেরীঘাট ১ লা জানুয়ারী ২০২৫ থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত অর্থাৎ তিন বছরের বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। উক্ত ঘাটের জন্য সর্বোচ্চ দর সেই ঘাটের ১ম বৎসরের জন্য ডাকের অর্থ ধার্য্য হবে,১ম বৎসরের ধার্য্য ডাকের অর্থের উপর ১০শতাংশ বৃদ্ধি করে দ্বিতীয় বৎসরের ডাকের অর্থ ধার্য্য হবে, ২য় বৎসরের ধার্য্য ডাকের অর্থের উপর ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করে তৃতীয় বৎসরের ডাকের অর্থ ধার্য্য হবে।

৬. সর্বোচ্চ দরদাতাকে আমানত বাবদ অগ্রিম অর্থ বাদে বাকি অর্থ কার্যাদেশ দেওয়ার দিনেই নগদে অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদের নামে জমা দিতে হইবে। দ্বিতীয় বৎসরের ডাকের অর্থ (বর্দ্ধিত হারে) ৩১ অক্টোবর ২০২৫ এবং তৃতীয় বৎসরের ডাকের অর্থ (বর্দ্ধিত হারে) ৩১ অক্টোবর ২০২৬ এর মধ্যে নগদে অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদের নামে জমা দিতে হইবে।

৭. প্রথম সর্বোচ্চ দরদাতাকে কার্যাদেশ দেওয়ার দিনেই ডাকের অর্থ জিলা পরিষদে জমা করতে হবে। যদি ডাকের সমস্ত অর্থ মিটিয়ে দিতে না পারেন, তবে ২য় সর্বোচ্চ দরদাতাকে ইজারা পাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে ২য় সর্বোচ্চ দরদাতাও যদি সমস্ত অর্থ মিটিয়ে দিতে না পারেন তবে তৃতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সুযোগ দেওয়া হবে এবং এই পক্রিয়া চলতে থাকবে। তবে যদি পাশাপাশি দরদাতার মধ্যে খুব বেশী টাকার পার্থক্য থাকে বা ১ম, ২য় এবং ৩য় সর্বোচ্চ দরদাতা সম্পূর্ণ দরের অর্থ মিটিয়ে দিতে অপরাগ হন, তবে সে ক্ষেত্রে জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ ডাক পক্রিয়াটি বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারবেন। সর্বোচ্চ দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ জমা না দিলে আমানত বাবদ অগ্রিম জমার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং ২য় ও ৩য় ডাককারীকে অনুরূপ সুযোগ দেওয়া হবে। আমানত বাবদ অগ্রিম জমার টাকা বাজেয়াপ্তের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযুক্ত হবে।

৮. অসফলকারী ডাকদাতাগনের জমিন জমার টাকা জিলা বাস্তুকারের বিবেচনা মত ডাক শেষ হইবার পর ফিরত দেওয়া যাইতে পারে। যে সমস্ত ব্যক্তি /সংস্থা পূর্বে জিলা পরিষদের শর্তানুযায়ী ঘাট ঠিকমত চালাইতে পারেন নাই তাহাদের দেওয়া দরপত্র গ্রহণ করা হইবে না।

৯. কোন কারন না দেখিয়ে দর গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে এবং সে ক্ষেত্রে জিলা পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে।

১০. যে সব দরদাতা ঘাট দখলের সুযোগ পাওয়ার পর ঘাট নিতে অস্বীকার করবেন তাদের আমানত বাবদ জমার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে, কোন প্রকার প্রতারনার জন্য ভারতীয় দন্ডবিধি অনুসারে দন্ডনীয় হবেন এবং ঘাট নিলাম হলে তাতে জিলা পরিষদের যে ক্ষতি হবে তার জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।

১১. যদি কোন দরদাতা নিজ নাম গোপন করে কাল্পনিক নামে আবেদন করেন অথবা নোটিশের বা এগ্রিমেন্টের শর্ত অথবা জিলা পরিষদের আদেশাদি পালন না করেন অথবা অন্য কোন প্রকারে জিলা পরিষদকে প্রতারিত করার চেষ্টা করেছেন বলে প্রমানিত হয় তবে তিনি আইন অনুসারে দন্ডনীয় হবেন।

১২. যিনি/যারা ইজারাদার নিযুক্ত হবেন তিনি/তারা ইজারা পাবার ৭ দিনের মধ্যে ২০.০০ (কুড়ি) টাকা মাত্র Non-Judicial Stamp এ জিলা পরিষদের নির্দিষ্ট চুক্তিপত্রে চুক্তি সম্পাদন করবেন অন্যথায় ঘাটের দখলি পরোয়ানা দেওয়া যাবে না এবং যিনি এই পরোয়ানা না নিয়ে ঘাট দখল করবেন তিনি অনধিকার প্রবেশেন জন্য দন্ডনীয় হবেন।

১৩. পূর্বতন ইজারাদারের টাকা বাকি থাকলে তিনি দরপত্র জমা করতে পারবেন না।

১৪. ফেরীঘাট সমূহের নিলাম ডাক জিলাপরিষদের কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর দখল দেওয়া হইবে।যদি কোন ফেরীঘাট এর নিলাম ডাক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পায় তাহা হইলে পুনরায় নিলাম ডাকা হইবে ও নিলাম ডাকের আইন মোতাবেক কার্যকর হইবে। ফেরীঘাট ইজারা বিলি জিলা পরিষদের মঞ্জুরী সাপেক্ষে।

মাসুলের হার, শর্তাবলী ও বিস্তৃত নিয়ম কানুন নিম্নরূপ:-

ক) ফেরিঘাট পারাপার করার জন্য দক্ষ মাঝি ও দাঁড়সহ উপযুক্ত নৌকা রাখতে হবে। নৌকা মেরামত, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা, দাঁড়ী, মাঝি প্রভৃতি রাখবার ব্যয় ও দায়িত্ব ইজারাদারকে বহন করতে হবে।

খ) রাত্রীকালীন ফেরীচলাচল করতে ঘাটের দুইপাশে এবং নৌকাতেও আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

গ) নৌকাতে ওঠা এবং নামার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং যাত্রীদের বসবার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঘ) ঘাটে পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঙ) ইজারাদারকে ফেরীঘাটের আইন ও আইনের সমস্ত নিয়মগুলি যা বর্তমান আছে এবং ভবিষ্যতে যা হবে তা পালন করে ঘাট চালাতে হবে।

চ) জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত হারের অধিক মাসুল আদায় করা যাবে না।

ছ) ফেরীর সময়সূচী, ভাড়া, বহনক্ষমতা ইত্যাদি বিজ্ঞাপিত করতে হবে।

জ) ফেরীর বহনক্ষমতা ও পর্যাবৃত্তি অনুযায়ী টিকিট বিক্রয় করতে হবে যাতে ক্ষমতার বেশী যাত্রী পারাপার না করেন।

ঝ) নৌকায় ওঠা নিয়ন্ত্রন করতে নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশদ্বার রাখতে হবে এবং সময়ের আগে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রবেশ আটকাতে তা তালাবদ্ধ রাখতে হবে।

ঞ) নৌকার বহনক্ষমতা প্রবেশদ্বারে ও নৌকার গায়ে বিজ্ঞাপিত করতে হবে।

ট) ঘোষনা করার জন্য একটি যান্ত্রিক গণ-ঘোষনা ব্যবস্থা (Public Adress System) রাখতে হবে যাতে ফেরির আগমন ও প্রস্থান বহনক্ষমতা, প্রবেশ নিয়ন্ত্রন করা ইত্যাদি বিষয় সময়ে সময়ে ঘোষনা করা যায়।

ঠ) ঘাটে নৌকা ভেড়ার আগে ঘাটে যাত্রীদের প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না।

ড) প্রতিকূল আবহাওয়ায় ফেরী বন্ধ রাখতে হবে।

ঢ) নৌকায় প্রয়োজনীয় প্রাণরক্ষার সরঞ্জাম অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা আলো ও সিগন্যাল রাখতে হবে।

ণ) প্রতিটি যাত্রীবাহী নৌকাতে লাইফ জ্যাকেট সহ আনুসাঙ্গিক সুবিধা রাখা বাধ্যতামূলক।

ত) প্রতিটি ফেরীঘাটে অবশ্যই ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সের মধ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ডুবুরি এবং মাঝি (খেয়া পারাপারের জন্য) রাখা বাধ্যতামূলক।

থ) শিশুসহ যে সমস্ত যাত্রী সাঁতার জানেন না তাদের নৌকায় ওঠার আগে লাইফ জ্যাকেট বা সেফটি বেল্ট পড়ানো বাধ্যতামূলক।

দ) পারাপারকরী যাত্রীদের অবশ্যই টিকিট দেওয়া বাধ্যতামূলক। শিশুদের কোন ভাড়া নেওয়া চলবে না। কিন্তু তাদের পাশ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

ধ) প্রতিটি ফেরীঘাটের প্রবেশপথ ও বাহির পথের গেটে তালা ও চাবির ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক।

ন) নৌকায় নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী ওঠার পর গেট বন্ধ করে দিতে হবে। এর জন্য পর্যাপ্ত পরিমান কর্মচারী নিয়োগ বাধ্যতামূলক।

প) পরিবহন ব্যবস্থার মতো নিয়ম করে প্রতিটি নৌকায় ফিটনেশ পরীক্ষা করানো বাধ্যতামূলক।

ফ) স্নানের ঘাট ও যাত্রী পারাপারের ঘাট অবশ্যই আলাদা করতে হবে।

ব) নৌকায় মাঝি সহ সমস্ত কর্মচারীর সচিত্র পরিচয় পত্র ফেরীঘাটে রাখা বাধ্যতামূলক।

ভ) প্রতিটি ফেরীঘাটে এবং নৌকাতে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক।

ম) নৌকাপিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সহ আলাদা আলাদা ফাইল রাখা বাধ্যতামূলক।

য) ২৪ ঘন্টা ফেরীঘাটে কর্মচারী থাকা বাধ্যতামূলক।

র) যাত্রী নামা ওঠার জন্য উপযুক্ত নিরাপদ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ল) ফেরী ঘাটে প্রতিটি নৌকার ক্রমিকসংখ্যা লেখা বাধ্যতামূলক।

ব) ফেরী ঘাটে একজন নৈশপ্রহরী রাখা বাধ্যতামূলক।

ভ) লীজগ্রহীতাকে ফেরীঘাটের সংশ্লিষ্ট সরকারী অফিসের সাথে দুরাভাষে যোগাযোগের ব্যবস্থা সর্বদা রাখা বাধ্যতামূলক।

শ) স্থানীয় প্রশাসন বা জেলা প্রশাসন যে কোন সময় ফেরীঘাটের ব্যবস্থাদি সরজমিনে তদারকি করিতে পারে এ বিষয়ে ইজারাদারকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

22/12/2024

জিলা বাস্তুকার

পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ

স্মারক সংখ্যা: পূ.ব/২২২৪/৫২ তারিখ: ২২/১২/২০২৪

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনার্থে প্রেরিত হলো:-

১. সভাধিপতি, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ।

২. জেলা সমাহর্তা, পূর্ব বর্ধমান তথা নির্বাহী আধিকারীক, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ।

৩. পুলিস সুপার, পূর্ব বর্ধমান

৪.সহকারী- সভাধিপতি, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ।

৫. অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারীক, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ।

৬. জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারীক, পূর্ব বর্ধমান

৬. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারীক, পূর্ব বর্ধমান

৭. সচিব, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ।

৮-১৬. কর্মাধ্যক্ষ (সকল) , পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ।

১৭-২০.মহকুমা শাসক .... , পূর্ব বর্ধমান।

২১. অর্থ নিয়ামক ও মুখ্য হিসাব আধিকারীক, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ।

২২-২৫. মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারীক, ...।

২৬- ২৮. সহ বাস্তুকার (সকল), পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ।

২৯-৩৫. নির্বাহী আধিকারীক, ... পঞ্চায়েত সমিতি, পূর্ব বর্ধমান।

৩৬-৩৮. অবর সহ বাস্তুকার (পি অ্যান্ড আর ডি), পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ।

৩৯.-৪৯ প্রধান, ... গ্রাম পঞ্চায়েত। আপনাকে বিষয়টি প্রচারের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

৫০. জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারীক, পূর্ব বর্ধমান।

৫১. জিলা পরিষদ নোটিশ বোর্ড।

৫২. জিলা পরিষদের ওয়েব সাইট।

২২/১২/২০২৪

জিলা বাস্তুকার

পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ

দরপত্র ফরমেট

প্রতি:- জিলা বাস্তুকার

পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ

কারিগরি বিভাগ

কোর্ট কম্পাউন্ড, পূর্ব বর্ধমান , পিন- ৭১৩১০১

মহাশয়,

আপনার কার্যালয়ে গত তারিখের স্মারক সংখ্যা -ডি ই/ফেরী/ তাং- বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আমি নিম্নলিখিত ফেরী ঘাটের জন্য দরপত্র প্রদান করলাম।

১। ফেরী ঘাটের নাম:-

২। দরপত্র প্রদানকারী ব্যক্তি /সোসাইটি /দল/গোষ্ঠীর নাম:-

৩। দরপত্র প্রদানকারী ব্যক্তি /সোসাইটি /দল/গোষ্ঠীর প্রকৃতি-

৪। দরপত্র প্রদানকারীর ঠিকানা:-

৫। প্রদেয় বাৎসরিক দর:- টা..... কথায় (.....) টাকা মাত্র।

৬। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বাৎসরিক প্রদেয় দরের উপর ২০% আমানত বাবদ টাকা..... টাকা মাত্র কথায় (.....) টাকা নগদে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট মারফৎ দেওয়া হল।

৭। ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট নং:-..... তারিখ.....

৮। দরপত্র প্রদানকারী ব্যক্তি আধার কার্ড, প্যানকার্ড নং:-.....

(Self Attested Xerox জমা দিতে হবে)

৯)দরপত্র প্রদানকারী সোসাইটি /দল/গোষ্ঠীর রেজিস্টেশন নং:-.....

(Self Attested Xerox জমা দিতে হবে)

১০। দরপ্রদানকারী ব্যক্তি /সোসাইটি /দল/গোষ্ঠীর প্রধানের নাম ও মোবাইল নং:

বি দ্রঃ :-

১ । দরপত্র প্রদানকারী কোন ব্যক্তি হলে তার আধার কার্ড, প্যানকার্ড ও ভোটার কার্ডের এর জেরক্স কপি (Self Attested) দরপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হইবে।

২। দরপত্র প্রদানকারী কোন সংস্থা হলে তার সংস্থার রেজিস্টেশন কার্ড , প্যানকার্ড , জি এস টি এর জেরক্স কপি (Self Attested) দরপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হইবে।

বিনীত,

তারিখ:-

(দরপত্র প্রদানকারী ব্যক্তি /সোসাইটি /দল/গোষ্ঠীর প্রধানের স্বাক্ষর)

(দরপত্র প্রদানকারী ব্যক্তি /সোসাইটি /দল/গোষ্ঠীর প্রধানের সিল)